দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তার

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে দেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণে সক্রিয় সহযোগিতাদানের জন্য জনগণের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন তা অত্যন্ত সময়োচিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে পশ্চাদপদতা রয়েছে জাতীয় অগ্রগতি সাধনে তা একটা মারাত্মক অন্তরায়। গোটাজাতি শিক্ষিত হয়ে না উঠলে উন্নয়নের প্রয়াস বিঘ্নিত হয়, অর্থহীনও হয়ে পড়ে, কেননা, শিক্ষা ছাড়া মানবসম্পদের উন্নতি হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে শিক্ষাই মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান শর্ত আর প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে তার বুনিয়াদ। দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা তাই সরকারের একটি প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব। বর্তমান সরকার এই কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং এ ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ। এই ওয়াদা পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার গোড়া থেকেই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পাশাপাশি গণশিক্ষার জন্যও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিটি মানুষকে সাক্ষর করে তোলার জন্য ব্যাপক অভিযান চলছে দেশজুড়ে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস প্রায় একশত বছরের। কিন্তু দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য কখনওই যথাযথ কর্মসূচী নেয়া হয়নি। ফলে, এই একশ বছরে সকল জনগণকে প্রাথমিক শিক্ষাদানও সম্ভব হয়নি। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম এ ব্যাপারে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার সে অভিযান বন্ধ করে দেয়।

বর্তমান সরকার ১৯৯৩ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে। ইতিমধ্যেই সমাজের সকল স্তরে তার সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই কর্মসূচী অব্যাহত রাখার জন্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে নতুন নতুন স্কুল নির্মাণ করা হয়েছে। পুণর্নির্মাণ ও সংস্কারের কাজও হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী। যেখানে প্রাইমারী স্কুল নেই সেখানে কম্যুনিটি স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। দুর্গম এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে সেটেলাইট স্কুল। এভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষার্থীদের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়া হয়েছে।

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী বর্তমান সরকারের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দারিদ্র্যের কারণে যেসব অভিভাবক তাদের প্রতিপাল্যদের স্কুলের বদলে রোজগারে পাঠিয়ে দেয় তাদের জন্যে নেয়া হয়েছে এই মহতী ব্যবস্থা। এই কর্মসূচীর আওতায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠালে দরিদ্র পরিবারকে খাদ্য দেয়া হয়। এর ফলে ১২ লাখ পরিবার উপকৃত হচ্ছে। তাদের সন্তানরা শিক্ষাহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের এই কর্মসূচী সারাবিশ্বে নন্দিত হয়েছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা বিস্তারের এই কর্মযজ্ঞে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কেননা, তাদের সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া এই কার্যক্রম দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথচ আমাদের অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার পশ্চাদপদতা মোচন করতে হবে। আগামী শতাব্দীর আগেই দেশের অধিকাংশ মানুষকে অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে–অন্যথায় আমাদের পক্ষে আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা দুরূহ হয়ে উঠবে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, জনগণ প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে সাড়া দেবেন।